প্রেম-চালিত পরিচর্যা

পাঠ ৯, ২৯ আগস্ট, ২০২৬

“কারণ অনেক ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে অনেক অশ্রুপাত করিতে করিতে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম; তোমরা যেন দুঃখিত হও, সেই জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার যে অতিমাত্র প্রেম আছে, তাহা যেন জ্ঞাত হও।”
(২ করিন্থীয় ২:৪)

করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের দ্বিতীয় পত্রের গভীর অধ্যয়নে আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রেরিত পৌল মণ্ডলীর মঙ্গলের বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

যদিও এই পাপপূর্ণ জগতে ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করা কখনোই সহজ ছিল না, প্রথম শতাব্দীতে নিজেকে খ্রিস্টান বলে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে গুরুতর অসুবিধা থাকতে পারত।

পৌল গির্জাকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন এবং নিঃস্বার্থ প্রেমে একত্রিত একটি দেহ গঠন করতে শেখান। এই উপদেশ থেকে আমরা আজকে শিখতে পারি "জীবনের দিকে পরিচালিত জীবনের সুবাস" (২ করিন্থীয় ২:১৬)।

- দুঃখে ঈশ্বরের সান্ত্বনা
- পরিচর্যায় পবিত্রতা ও আন্তরিকতা
- বিজ্ঞ আচরণ করা
- ক্ষমা ও পুনরুদ্ধার
- খ্রীষ্টের সুবাস

দুঃখভোগে ঈশ্বরের সান্ত্বনা

"তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন, যেন আমরা নিজে ঈশ্বর-দত্ত যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, সেই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি।" (২ করিন্থীয় ১:৪)

দ্বিতীয় করিন্থিয়ানস হল সেই পত্র যেখানে পল সান্ত্বনা সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে কথা বলেছেন। গির্জা একটি কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, এবং পলের আগের চিঠি তাদের দুঃখের রাজ্যে নিমজ্জিত করেছিল.

কিন্তু সেই দুঃখ ছিল "ঈশ্বর-প্রদত্ত," যা অনুতাপের দিকে পরিচালিত করে (২ করিন্থীয় ৭:১০)। তাই পৌল চান না যে সেই দুঃখ তাদের অভিভূত করুক, বরং তিনি চান যেন তারা সান্ত্বনা পায়।

তিনি নিজেও এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন যখন তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন হয়েছিল এবং তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১:৮-১০)। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এবং এখন তিনি সেই সান্ত্বনা মণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেন (২ করিন্থীয় ১:৬)।

ঈশ্বরের সান্ত্বনা

- এটি আমাদের ভয় থেকে মুক্তি দেয়
- এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তিনি আমাদের সাহায্য করেছিলেন
- এটা আমাদের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে সাহায্য করে
- এটি আমাদেরকে আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার দিকে পরিচালিত করে।
- এটি আমাদের অন্যদের জন্য সুপারিশ করতে উত্সাহিত করে
- আমরা একে অপরকে সান্ত্বনা দিই যেমন আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম

পরিচর্যায় পবিত্রতা ও আন্তরিকতা

"কারণ আমাদের শ্লাঘা এই, আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঈশ্বর-দত্ত পবিত্রতায় ও সরলতায়, মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমরা জগতের মধ্যে, এবং আরও বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি আচরণ করিয়াছি;" (২ করিন্থীয় ১:১২)

কিছু লোক পৌলকে দুর্বল ও সিদ্ধান্তহীনতার অভিযোগে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত (২ করিন্থীয় ১০:১০)। এই কারণে, এবং যাতে তাঁর পরামর্শ গৃহীত ও সমাদৃত হয়, সেজন্য প্রেরিতের পক্ষে এই ধরনের অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল।

মানুষ হিসেবে তিনি নিজেকে তুচ্ছ মনে করতেন (ইফিষীয় ৩:৮)। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, তিনি এক নির্মল বিবেকের অধিকারী হওয়ার জন্য গর্ব করতে পারতেন (২ করিন্থীয় ১:১২)।

তিনি এবং তার সহযোগীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পেরেছিলেন যে তার আচরণ পবিত্র এবং আন্তরিক [শুদ্ধ] ছিল, গির্জা এবং এর বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই।

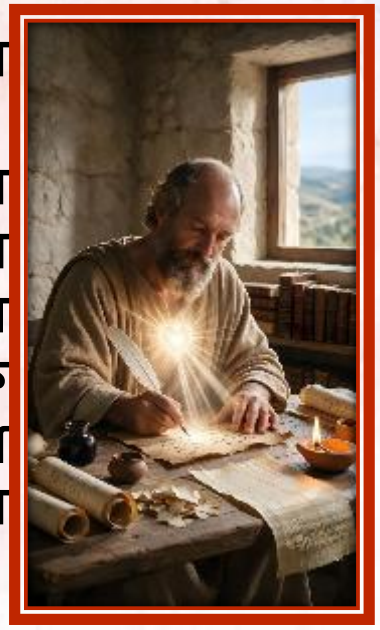

এই কারণে, পৌলের লেখায় কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আশা করতেন যে এই পত্রগুলো পবিত্রতা ও আন্তরিকতার প্রেক্ষাপটে পড়া ও বোঝা হবে—অর্থাৎ, তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে এবং কেবল তাদের মঙ্গল কামনায় লেখা (২ করিন্থীয় ১:১৩-১৪)।

বুদ্ধিমানের সাথে আচরণ করা

"কিন্তু আমি আপন প্রাণের উপরে ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, তোমাদের প্রতি মমতা করাতেই এখন পর্যন্ত করিন্থে আসি নাই।"
(২ করিন্থীয় ১:২৩)

তাঁর প্রথম চিঠিতে পৌল করিন্থীয়দেরকে তাঁর পরিকল্পিত পথ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন (১ করিন্থীয় ১৬:৫-১১)।

ইফিসাস → মাকিদনিয়া → করিন্থ → যিহূদিয়া

পরবর্তী একটি চিঠিতে (যা হারিয়ে গেছে, ২ করিন্থীয় ৭:৮) তিনি তাদের জানিয়েছিলেন যে তিনি দুইবার তাদের সাথে দেখা করবেন (২ করিন্থীয় ১:১৫-১৬):

ইফিসাস → করিন্থ → মাকিদনিয়া → করিন্থ → যিহূদিয়া

তবে, তিনি তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন এবং সেই প্রথমবার সাক্ষাৎ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১:২৩)। এই পরিবর্তনের ফলে কেউ কেউ তাঁকে অস্থির ও দোদুল্যমান বলে সমালোচনা করেছিল। তিনি কেন তাঁর মন পরিবর্তন করেছিলেন?

করিন্থের সমস্যাগুলোর কারণে সেখানে পৌলের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যে বিরোধিতার সম্মুখীন হতেন, তা এমন এক সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছিল যা তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন, কারণ তাদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল (২ করিন্থীয় ২:১-৪)।

ক্ষমা এবং পুনরুদ্ধার

"যাহার কোন দোষ তোমরা ক্ষমা কর, আমিও ক্ষমা করি; কেননা আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা করিয়াছি," (২ করিন্থীয় ২:১০)

পৌল যখন ত্রোয়ায় যাচ্ছিলেন, তখন তীত করিন্থে গেলেন। ত্রোয়া থেকে পৌল ম্যাসিডোনিয়ায় গেলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন, কারণ করিন্থের মণ্ডলীর বিষয়ে খবর দেওয়ার জন্য তীত ত্রোয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি (২ করিন্থীয় ২:১২-১৩)।

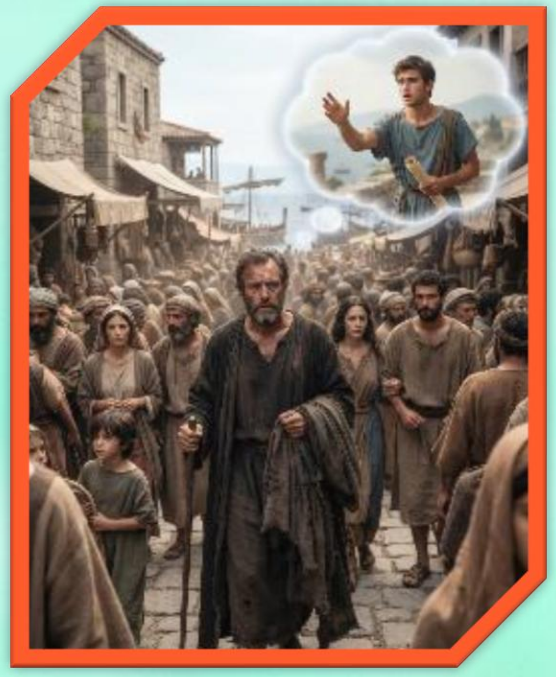

কিছুক্ষণ পরে, টাইটাস অবশেষে মেসিডোনিয়ায় পলের সাথে দেখা করলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন কিভাবে গির্জা প্রেরিতের উপদেশের প্রতি খুব অনুকূলভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল (2 করি. 7:5-9, 13-16)।

সংশ্লিষ্ট গির্জার শৃঙ্খলা সমাধানের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। প্রেরিতের আনুগত্য করা, আপত্তিকর পক্ষকে তিরস্কার করা হয়েছিল এবং তারা তিরস্কার গ্রহণ করেছিল। এখন, পল তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে বলেন: ক্ষমা এবং পুনরুদ্ধার (2 Cor. 2:5-11)।

খ্রীষ্টের সুবাস

"কারণ যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে ও যাহারা বিনাশ পাইতেছে, উভয়ের কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ।"
(২ করিন্থীয় ২:১৫)

ত্রোয়ায় সুসমাচার সফলভাবে প্রচার করার জন্য ঈশ্বর কীভাবে "একটি দ্বার খুলে দিয়েছিলেন" সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, পৌল প্রশংসা ও বিজয়ের জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়েন: "কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি খ্রীষ্টের বিজয় শোভাযাত্রায় বন্দিরূপে সর্বদা আমাদের চালনা করেন এবং তাঁর জ্ঞানের সুগন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের ব্যবহার করেন" (২ করিন্থীয় ২:১৪)।

এক সর্বব্যাপী সুগন্ধের মতো, খ্রীষ্টের জ্ঞান প্রত্যেক আত্মায় পৌঁছায়। করিন্থীয়দের কাছে, যেমন আমাদের কাছে, এই সুগন্ধ অনন্ত জীবনের। কিন্তু যারা এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, তাদের কাছে এটি মৃত্যুর গন্ধ (২ করিন্থীয় ২:১৫-১৬)।

এর সাথে জড়িত দায়িত্বের উপর আলোকপাত করে পৌল ব্যাখ্যা করেন যে, বার্তাটি অবশ্যই আন্তরিকতার সাথে দিতে হবে, কোনো ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশায় নয়, বরং শ্রোতাদের পরিত্রাণের জন্য (২ করিন্থীয় ২:১৭)।

এই বিশ্বস্ত দূত এই আনন্দদায়ক সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন যে করিন্থীয় বিশ্বাসীদের মধ্যে এক চমৎকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনেকেই পৌলের পত্রে থাকা নির্দেশ গ্রহণ করেছিল এবং নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। তাদের জীবন আর খ্রীষ্টধর্মের জন্য কলঙ্কের কারণ ছিল না, বরং তা প্রায়োগিক ঈশ্বরভক্তির পক্ষে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করছিল। [...] হৃদয়ের উপর ঐশ্বরিক অনুগ্রহের প্রভাবে যে অনুতাপ উৎপন্ন হয়, তা পাপ স্বীকার ও তা পরিত্যাগের দিকে পরিচালিত করে। প্রেরিত ঘোষণা করেছিলেন যে করিন্থীয় বিশ্বাসীদের জীবনে এই ধরনের ফলই দেখা গেছে।

এলেন জি. হোয়াইট (প্রেরিতগণের কার্য-বিবরণ, পৃষ্ঠা ৩২৪)